ঈগল
LAST MESSAGE MEDIA PRESENTS

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম,

নাহমাদুহু ওয়া নুসুল্লি আলা রসুলিহিল কারীম আম্মাবাদ,

আছছালামু আলাইকুম ওয়া রাহ মাতুল্লাহি ওয়া বার কাতুহু,

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা আজ আমরা ইসলাম থেকে অনেক দুরে অবস্থান করছি। আমাদের সামাজিক জীবন, পারিবারিক জীবন, ধর্মীয় জীবন আজ বড়ই অসহায়। যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে আমরা দেখতে পারব যে কুফফার গোষ্ঠী আজ মুসলমানের উপর কতৃত্ব করতে সক্ষম হয়েছে, ফলে তারা দিন দিন এই মুসলিম উম্মাহের উপর জুলম নির্যাতন বারিয়েই যাচ্ছে, আমদের মা-বোন দের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাও বলার মতো নয়, এখানেও চলছে নি(রে)ব যু'দ্ধ! হত্যা-গুম-খুন, গ্রেফতারে চারদিক ছেয়ে আছে।।অথচ একদিন আমাদের মুসলমানদের নাম শুনলে তারা ভয়ে পালাত, আমাদের উত্তরসূরিদের নাম শুনলে ভয়ে থর থর করে কাঁপত, আর আজ!

তাই আজ আমাদের এই লাঞ্ছনা থেকে থেকে বাচতে হলে জিহাদ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। নামাজ রোযা যেমন আমাদের উপর ফরয তেমনি জিহাদও আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা সুরা বাকারার ২১৬নং আয়াতে বলেন,"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না"

নামাজের জন্য যেমন অজু কর আবশ্যক তেমনি জিহাদের জন্য ইদাদ বা প্রস্তুতি গ্রহন করা আবশ্যক। তাই আমাদের সবারই উচিৎ সাধ্যমত জি-হা-দের জন্য প্রস্তুতি বা ইদাদ গ্রহণ করা।

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা সুরা আনফালের ৬০নং আয়াতে বলেন,"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না"

অবশ্য মু'জাহি'দিনদের মাঝে বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন -বাংলাদেশ এখনও পুরোপুরি সস'স্ত্র যুদ্ধের জন্য উপযোগী না-। তবে লো'ন উ'ল্ফের জন্য বাংলাদেশ হচ্ছে উত্তম স্থান। তাই যারা বাংলাদেশে জি-হাদ করতে চান তারা লো'ন উ'ল্ফ হাম'লার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। লো'ন উল্ফ আলাদা কোনো বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ নয় বরং এটি চলমান গ্লোবাল জি-হাদে-রই একটি বড় অংশ।

বাংলাদেশ স'সস্ত্র যু'দ্ধের উপযোগী না হলেও আমাদের আশেপাশের দেশগুলো বিশেষ করে মিয়ানমারের আরাকান খুবই উপযোগী একটি অঞ্চল। এখানে সাধারণ মুসলিমদের যথেষ্ট সমর্থনও পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ এবং যুদ্ধের জন্য ভূমিও আলহামদুলিল্লাহ উর্বর।

তাই আমাদের উচিৎ লোন উলফ হামলার জন্য হিজ'রতের পাথেয়(যুদ্ধ সামগ্রী) এখন থেকেই সংগ্রহ শুরু করে দেয়া।

আপনি হয়তো ভাবছেন -আরে সংগ্রহ না হয় করলামই, কিন্তু হিজ'রত করবো কিভাবে? কার সাথে? করা কি আদৌ সম্ভব?- প্রিয় ভাই, আমি আপনাকে

রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর মদিনা হিজ'রতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। রাসূল (সাঃ) এর কিন্তু ধারণা ছিল না যে তাকে হি'জরতের অনুমতি দেয়া হবে কিংবা সেই হি'জরত মদিনায়ই হবে, কিন্তু রাসূল(সাঃ) এর হিজর'তের ইচ্ছা ছিল। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা তার কাজ সম্পাদন ঠিকই করলেন। মদিনার বনু খাযরাজ ও আওছ গোত্রের সদ্য মুসলমানরা গোপনে এসে রাসূল(সাঃ)কে মদিনায় হিজ'রতের অনুরোধ করলেন আর বিনিময়ে তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়ার বায়াত করলেন, এতে নিজেদের জান মাল সবকিছুই কোরবান হোক না কেন?

কাজেই আপনি কি আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করেন না? হয়তো প্রস্তুতি গ্রহণের পর আল্লাহ তা'য়ালা এমন কৌশলে আপনাকে হি-জরত করাবেন যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না!

যারা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেয় না বা নেওয়ার জন্য সামান্যতম চেষ্টা টাও করে না তাদের মধ্যে মুলত নিফাক রয়েছে আর আল্লাহ তাদেরকে পছন্দও করেন না। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের সম্পর্কে বলেন,"আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক" সুরা তাওবাহ আয়াত-৪৬।

এখন দেখা যাক আমরা প্রস্তুতি হিসেবে কি কি নিতে পারিঃ

- ✓ প্রথমেই লাগবে ভালোমানের একটি সামরিক বা ট্যাক্টিক্যাল ব্যাগ। শহরের বড় বড় শপিংমল গুলোতে এরকম ব্যাগ অহরহ পাবেন ইনশাল্লাহ। অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ব্যাগটি যেন কিছুটা বড়, মজবুত এবং পকেট বেশি থাকে। পেট ও বুকের সাথে ফিতা বাঁধার সুবিধা থাকতে হবে। আর ব্যাগের কাপড় তুলনামূলক মোটা

দেখে কিনবেন। আর কালারটা কালো, সবুজ/জলপাই কালারের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করেবন,

- ✓ গেবাটিন/ট্রাউজার জাতীয় প্যান্ট অন্তত ২-৩টা নিবেন। কালো,সবুজ বা জলপাই রঙের হলে সবচেয়ে ভালো হয়। স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলে প্যান্টের পায়ের মুড়িতে ইলাস্টিক লাগিয়ে নিবেন এটা ভালো হয়,
- ✓ পাঞ্জাবি/গোলগলা ওয়ালা গেঞ্জি। মুজা-হি-দিনদের জন্য পাঞ্জাবিই ভালো মানায়, তবে নিরপত্তার দিক দিয়ে দেখতে গেলে হামলা করার সময় পাঞ্জাবি না পড়াটাই ভালো কারন সুন্নতি লেবাস দেখলে তারা প্রথমেই আপনাকে সন্দেহ করে ফেলতে পারে। প্যান্টের রঙের সাথে মিলিয়ে ২-৩ সেট পাঞ্জাবি বানিয়ে নিবেন না হয় গেঞ্জি কিনে নিবেন। পাঞ্জাবি/গেঞ্জির কাপড়টা যেন একটু ভাল মানের হয়। পাঞ্জাবি ঢিলেঢালা এবং হাতে কফ দিয়ে বানাবেন, আর গেঞ্জির হাতা ফুল হাতা হলেও ভালো হয় শীতের সময় ও ইনশাল্লাহ কাজে লাগাতে পারবেন,
- ✓ শীতের জন্য একটি জ্যাকেট ও কাথা/পাতলা কম্বল নিবেন, একটি গামছা এবং একটি লুঙ্গিও নিতে পারেন চাইলে,
- ✓ মাথা ও মুখ বাঁধার জন্য ১/২পিস রোমাল সাধারন মাস্ক, রোদ ঠেকাবার জন্য একটা সানগ্লাস কিনে রাখতে পারেন এবং হ্যান্ডগ্লাবস(সৈনিকরা যুদ্ধে যেসব হাতমোজা ব্যবহার করে), তাবুর কাপড় বা একটু ভালো মানের পলিথিন, বেশি পাতলা নয় এরকম বিছানা (এগুলো আবশ্যক)
- ✓ ক্যাডস/কনভার্টস(বুট) কমপক্ষে ১জোড়া নিতে হবে, ডিফেন্সে যেসব বুট ব্যবহৃত হয় তাই কেনার চেষ্টা করবেন কালো কালার এর মধ্যে কিনার চেষ্টা করবেন। আর সাধারণ সু একজোড়া নিবেন।
- ✓ বুটস এর সাথে পড়ার জন্য ১-২ জোড়া মৌজা কিনে রাখবেন,
- ✓ ওয়াটার প্রুফ একটা ডিজিটাল হাত ঘড়ি কিনে রাখবেন,
- ✓ দূর থেকে শত্রুর অবস্থান জানার জন্য একটা নাইট ভিশন দুরবিহিন কিনে রাখলে ভাল হয়,

- ✓ অন্তত ২টি নাইফ/ছুরি। নাইফ দুই ধরণের নিতে হবে, একটি লম্বা সাইজের(১০-১২ ইঞ্চি) এবং একটি খাটো সাইজের(৬-৭ইঞ্চি)। অবশ্যই ভালো নাইফগুলো কিনবেন পারলে কামার এর দোকান থেকে অর্ডার করে বানিয়ে নিবেন আর এটাই বেশি ভাল হয়। নাইফের দাম একটু বেশি পড়বে, আশা করা যায় ৬-৬শ টাকার মধ্যে একেকটি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। (বি:দ্র: নাইফ কিনতে দোকানদারের সামনে বিভিন্ন বাহানা পেশ করবেন, যেমন:আরে নাইফটা খুব ভাল্লাগছে, স্কাউটের ক্যাম্পিং করতে এটা কাজে আসবে, কিছুদিন পর অমুক জায়গায় বেড়াতে যাবো এটা কাজে আসবে ইত্যাদি। এছারা আপনার হিজরতের মাল ছামান ক্যাম্পিং বা হাইকিং করার বাহানা দিয়েই গোছাবেন কারন এখানে যে সরঞ্জামগোলার কথা বলা আছে এগোলা হাইকিং করতেই মানুষ ব্যবহার করে থাকে। আর মানুষকে বোজাবেন যে আরে ভাই পড়ালেখার ক্ষেত্রে হাইকিং এর গুরুত্বই আলাদা মানি এমন ভাবে বোঝাবেন সে যেন পটে যায় আপনার কথায় এবং আপনাকে ভালো বলে বাহবা দেয় বাকিটা আল্লাহ ভরসা)
- ✓ আপনি চাইলে একটা মাজারী সাইজের কুঠারও সাথে নিতে পারেন যা আপনাকে গাছ এর বিভিন্ন অংশ কাটতে কাজে লাগতে পারে,
- ✓ একটি ছোট প্লাস/কাটিং প্লাস(ইলেক্ট্রিক ওয়ারও কাটতে পারে এমন), টেস্টার, স্ক্রুড্রাইভার, টেপ, কাগজ-কলম, মার্কার পেন, পেন্সিল টর্চ, বাড়তি পেন্সিল ব্যাটারি, একটি লাইটার/ফ্লিন্ট স্টোন, ৪০-৬০গজ নাইলনের দড়ি, রগ সুতা, ছোট বড় সুই, ২-৪টি বড়শির ছোট বড় ছিপ, সোলার চারজার, কম্পাস,ফোল্ডেবল সব্লেড নিতে পারেন,
- ✓ একটি ফাস্ট এইড বক্স/ব্যাগ- যার মাঝে ব্যান্ডেজ/সাদা পাতলা কাপড়, স্যাভলন, পভিসেফ, সিরিঞ্জ, সুই-সুতা(যেসব ডাক্তাররা ব্যবহার করে), ছোটো কেঁচি, ব্লেড থাকবে এবং সাধারণ রোগের ঔষধগুলো - জ্বর,মাথাব্যথা,স্বর্দি,কাশি,গ্যাস্টিক,খাবার স্যালাইন- এবং কিছু এক্সট্রা বোতাম ফাস্ট এইড বক্সের/ব্যাগের মাজে রাখতে পারেন,
- ✓ আর অর্থ সঞ্চয় করতে থাকেন।

আপাতত এগুলোই সংগ্রহের চেষ্টা করুন। যাদের আর্থিক অবস্থা দূর্বল তারা ধীরে ধীরেই সংগ্রহ করার চেষ্টা চালিয়ে যান ইনশাল্লাহ একদিন সব রেডী হয়ে যাবে, কারণ সবকিছুই নিয়তের উপর নির্ভরশীল, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি কাজ সহজ করে দেন। হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা এমন জায়গা থেকে আপনার পাথেয় জোগাড় করে দেবেন যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, তবে আগে নিজেও সংগ্রহ শুরু করার চেষ্টা করুন কারন আগে সামরথ অনুযায়ী উসিলা করতে হয় সামরথ না থাকলে সেটা আল্লাহ ভরসা।

আর এগোলার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে থাকুন। সাতার, সাইকেলিং, কার ড্রাইভিং, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, জিহাদের ব্যাপারে ইলম অর্জন ইত্যাদি বিষয় গোলাও মাথায় রাখবেন। এছারা ইউটিউব এ **Survival, primitive, camping/hiking**নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন সেখান থেকে অনেক ধারনা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ(বিঃদ্রঃ- এই বিষয় গোলা নিয়ে একটু সাবধানে ঘাটাঘাটি করবেন কারন সেখানে মাজে মধ্যে অশ্লীল নারীদের ছবি আসতে পারে), আর বাংলাদেশের ম্যাপটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করবেন বিশেষ করে সীমান্ত/পাহারি এলাকার অবস্থা নিয়ে সেখানের পরিবেশ নিয়ে ইত্যাদি।

আপনাদের দোয়ায় প্রিয় মুজাহিদ ভাইদের এবং আপনাদের এই অধম ভাইদের স্মরণ করতে ভুলবেন না।

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জি-হা-দ কর আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"